গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
আইন ও ভূমি অনুবিভাগ
আইন শাখা-৩
১৬ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা-১০০০
www.mor.gov.bd

বিষয়ঃ "বাংলাদেশ রেলওয়ে আইন-২০২৫" এর প্রস্তাবিত খসড়া চূড়ান্ত পরিমার্জনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত ৫ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৯৩০)
সভার তারিখ ও সময়	:	১১.০৫.২০২৬, সকাল ১০.০০ ঘটিকা
সভার উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট 'ক'

সভার প্রারম্ভিক আলোচনা:

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি) সভাকে জানান যে, গত ২২.০১.২০২২ খ্রি. তারিখে The Railways Amendment Act-2022 এর বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে 'বাংলাদেশ রেলওয়ে আইন-২০২২' (খসড়া) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। গত ২২.১১.২০২২ খ্রি. তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত সভায় ৩০% এর বেশি সংশোধন করা হয়েছে বিধায় The Railway's Act-1890 সংশোধনের পরিবর্তে রেলপথ মন্ত্রণালয় বাংলায় নতুন আইন প্রণয়ন করবে মর্মে সুপারিশ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভার সুপারিশের আলোকে পুনর্গঠিত খসড়া আইনটি গত ০৪.০৯.২০২৩ খ্রি. তারিখে নীতিগত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৯/১১/২০২৩ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশের আলোকে গত ২০.০৫.২০২৪ খ্রি. তারিখে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় রেলওয়ে পুলিশের মতামত ও অন্যান্য মতামত এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৯.১১.২০২৩ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর ৩.১৫ নং অনুচ্ছেদের আলোকে অর্থদন্ড সহ অন্যান্য ধারায় উল্লিখিত আর্থিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এমন বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য ২৫.০৭.২০২৪ খ্রি. তারিখে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। গত ১০.১১.২০২৫ খ্রি. তারিখে অর্থ বিভাগ হতে মতামত পাওয়া যায়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতামত এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ১৯.১১.২০২৩ খ্রি. তারিখের সভার সুপারিশ (অনুচ্ছেদ-৪) এর আলোকে খসড়া বাংলাদেশ রেলওয়ে আইন-২০২৪ চূড়ান্ত পরিমার্জনের লক্ষ্যে ১১.০১.২০২৬ খ্রি.তারিখে প্রথম সভা, ০২.০২.২০২৬ খ্রি. তারিখে ২য় সভা, ১০.০৩.২০২৬ খ্রি. তারিখে ৩য় সভা এবং ০৮.০৪.২০২৬ খ্রি.তারিখে ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহে বাংলাদেশ রেলওয়ে আইন-২০২৫ (খসড়া) এর ধারা ০১-১০৩ পর্যন্ত আলোচনা করা হয়। অবশিষ্ট ধারাসমূহ চূড়ান্ত পরিমার্জনের লক্ষ্যে ৫ম সভা আহ্বান করা হয়েছে। পরবর্তীতে সভাপতি সকলকে 'বাংলাদেশ রেলওয়ে আইন, ২০২৫' (খসড়া) এর উপর উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণের আহবান জানান।

২। **সভায় প্রস্তাবিত আইনের ধারা ১০৪ থেকে ধারা ১১৯ পর্যন্ত মোট ১৬টি ধারার উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:**

ধারা	সিদ্ধান্ত
ধারা- ১০৪	উপধারা (১) ও (২) বিভক্ত হবে। পুনর্লিখন করতে হবে।
ধারা- ১০৫	বিবরণে "কোনো রোলিং স্টকের উপর" এর পর "বা বাংলাদেশ রেলওয়ের কোনো স্থাপনার উপর" যুক্ত হবে। "নামান" এর পরিবর্তে "নামিয়ে ফেলেন" হবে। অর্থদন্ড অনধিক দুই হাজার টাকা হবে।
ধারা- ১০৬	উপধারা-(১) এ "বাংলাদেশ রেলওয়েকে" অংশটুকু বাদ যাবে। উপধারা-(১) এ "কারাদন্ড বা অর্থদন্ড" এর পর "বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন" যুক্ত হবে। উপধারা (২) বাদ যাবে।

	উপধারা-(১) (ক) এ "বিক্রয়ের ব্যবসা পরিচালনা করেন" এর পর "বা কোনো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করিয়া ব্যবসা করিবার চেষ্টা করেন" যুক্ত হবে। উপধারা (২) এ "ইহা ছাড়াও রেলওয়ের কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে" যুক্ত হবে।
ধারা- ১০৮	পুনর্লিখন করতে হবে। ভাষা সহজবোধ্য করতে হবে। উপধারা (৩) এ "চার্জ আরোপের অব্যবহিত পরে" এর পরিবর্তে "চার্জ প্রযোজ্য হইবার পরে" যুক্ত হবে।
ধারা- ১০৯	"রেলওয়ে কর্মচারীর অনুমতি ব্যতীত" এর পরিবর্তে "রেলওয়ে কর্মচারীর সম্মতি সাপেক্ষে" হবে।
ধারা- ১১০	ধারাটি বাদ যাবে।
ধারা- ১১১	শিরোনামে ধারা ১১০ বাদ যাবে। শিরোনাম হবে "ট্রেনে জরিমানা আদায়"। বিবরণে ধারা ১০৬ এর অধীন আরোপিত ভাড়া ও অর্থদন্ড বাংলাদেশ রেলওয়ের অনুকূলে পরিশোধ করিতে হইবে। বাংলাদেশ রেলওয়ে উহার যে অংশ ভাড়া হিসাবে আদায় করিবে তাহা বাংলাদেশ রেলওয়ের নিজস্ব খাতে জমা প্রদান করিবে এবং যে অংশ অর্থদন্ড হিসাবে আদায় করিবে তাহা সরকারের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট খাতে জমা প্রদান করিবে" এভাবে হবে।
ধারা- ১১২	"যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে তাহার পাস বা টিকিটের কোনো অংশ পরিবর্তন বা বিকৃত করে অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন বা ব্যবহার করিবার চেষ্টা করেন" এভাবে হবে।
ধারা-১১৩	উপধারা-(১) এ "যদি সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত" এর পর "বা কোনো সংগনিরোধযোগ্য সংক্রামক ব্যধিতে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তি" হবে। উপধারা-(১) এ "কোনো রেলওয়েতে" এর পরিবর্তে "স্টেশনে বা ট্রেনে" হবে। উপধারা-(১) এ অর্থদন্ড অনধিক দুই হাজার টাকা হবে। উপধারা-(১) এ "রেলওয়ে হইতে অপসারিত হইবেন" এর পরিবর্তে "তাহাকে রেলওয়ে হইতে অপসারন করিতে পারিবেন" হবে। উপধারা-(২) এ অর্থদন্ড অনধিক পাঁচ হাজার টাকা হবে।
ধারা-১১৪	শিরোনাম পরিবর্তন হবে। "নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অবৈধভাবে রোলিং স্টকে ভ্রমন বা অবস্থান" শিরোনাম এভাবে হবে। উপধারা (১) এ অর্থদন্ড অনধিক এক হাজার টাকা হবে। উপধারা-(১) এ অর্থদন্ডের সাথে "কোনো রেলওয়ের কর্মচারী তাহাকে রেলওয়ে হইতে অপসারন করিতে পারিবেন" যুক্ত হবে। উপধারা (২) এ "যদি কোন যাত্রী" এর পরিবর্তে "যাত্রী বা ব্যক্তি" হবে। "নিষেধ করা সত্ত্বেও, রোলিং স্টকের ছাদে, সিঁড়িতে বা পাদানিতে বা ইঞ্জিনের উপর" এর পর "বা বাফারে, পাওয়ার কারে বা ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত নহে ট্রেনের এইরূপ কোনো অনুনোমোদিত স্থানে আরোহন করেন বা অবস্থান করেন, বা ভ্রমণ করেন" এভাবে হবে। উপধারা (২) এ অর্থদন্ড অনধিক দুই হাজার টাকা হবে। কারাদন্ড অনূর্ধ্ব তিন মাস হবে। উপধারা (২) এ "কোনো রেলওয়ে কর্মচারী কর্তৃক তাহাকে রেলওয়ে হইতে অপসারিত করা যাইবে" এর পরিবর্তে "কোনো রেলওয়ে কর্মচারী তাহাকে রেলওয়ে হইতে অপসারন করিতে পারিবেন" হবে।
ধারা-১১৫	অর্থদন্ড অনধিক দুই হাজার টাকা হবে।
ধারা-১১৬	শিরোনামে "মাতলামি বা" অংশটুকু বাদ যাবে। চারটি উপধারায় বিভক্ত করতে হবে। (ক) এ "মাতাল" এর পরিবর্তে "নেশাগ্রস্থ" হবে। (গ) এ "বা কোনো বাতি নেভান" অংশটুকু বাদ যাবে। অর্থদন্ড অনধিক দুই হাজার টাকা হবে। "কোনো রেলওয়ে কর্মচারী কর্তৃক তাহাকে রেলওয়ে হইতে অপসারিত করা যাইবে" এর পরিবর্তে "কোনো রেলওয়ে কর্মচারী তাহাকে রেলওয়ে হইতে অপসারন করিতে পারিবেন" হবে। আরও তিনটি নতুন উপধারা যোগ করতে হবে। উপধারা (২) যদি কোনো হকার, ভিক্ষুক, ভবঘুরে, হিজড়া (তৃতীয় লিঙ্গ) কর্তৃক রেলওয়ে স্টেশন, রেলগাড়িতে ও রেলগাড়ি দাঁড়ানোর স্থানে উপদ্রব তৈরি বা স্বাভাবিক পরিবেশ বিঘ্নিত করা হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের অনধিক দুই হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা তিন মাসের কারাদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন। উপধারা (৩) যদি কোনো ব্যক্তি রেলগাড়ির ছাদে, ইঞ্জিনে, বাফারে, পাওয়ার কারে বা অনুনোমোদিত স্থানে আরোহন করেন বা অবস্থান করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক দুই হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা তিন মাসের কারাদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

	১১৬ (৪) যদি কোনো রেল কর্মচারীর উপধারা-৩ এ বর্ণিত অপরাধসমূহ সংঘটনে কোনো প্রকার সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়, তাহা হইলে তিনি অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা ছয় মাসের কারাদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং এর পাশাপাশি তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা যাইবে।
ধারা-১১৭	উপধারা (১) এ "কোনো রেলওয়ে কর্মচারীকে দায়িত্ব পালনে বাধা বা বিঘ্ন সৃষ্টি করেন" এর পর "বা করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন" যুক্ত হবে। উপধারা (১) এ অর্থদন্ড অনধিক পাঁচ হাজার টাকা এবং কারাদন্ড অনূর্ধ্ব তিন মাস হবে। উপধারা (২) (ক) এ "স্কোয়াটিং" এর পরিবর্তে "অবরোধ" হবে। উপধারা (৩) (ঘ) এ "১অন্য কোনোভাবে হস্তক্ষেপ মাধ্যমে সিগনাল গিয়ার টেম্পারিং করেন" এর পরিবর্তে "অন্য কোনোভাবে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সিগনাল ব্যবস্থা বা অন্য কোনোভাবে রেল চলাচলে বিঘ্ন ঘটান" হবে। উপধারা (৩) (ঘ) এ এ অর্থদন্ড অনধিক পাঁচ হাজার টাকা হবে এবং "তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করিতে হইবে" যুক্ত হবে। উপধারা (৪) উপধারা (৩) এর আগে হবে। অর্থাৎ উপধারা (৪) হবে উপধারা (৩)।
ধারা-১১৮	ভাষা পুনর্লিখন করতে হবে। "ইহা হইল একটি অপরাধ" এর পরিবর্তে "উহা অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে" এভাবে হবে। "উক্তরূপ কার্যের পরিপ্রেক্ষিতে সংঘটিত কোনো দুর্ঘটনা হইতে উদ্ভুত ক্ষয়ক্ষতির জন্য সম্পৃক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির অতিরিক্ত পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনূর্ধ্ব পাঁচ বৎসরের কারাদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন" এভাবে হবে।
ধারা-১১৯	যা আছে তাই বহাল থাকবে।

৩। পরিশেষে সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

০২/০৮/২০২৬

(মোঃ ফাঁহিমুল ইসলাম)
সচিব
রেলপথ মন্ত্রণালয়